বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের "বন সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময় নীতিমালা, ২০১৯"

বাংলাদেশে তথ্য বিনিময় সম্প্রসারিত হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বন বিভাগের তথ্য তৈরি, সংরক্ষণ ও বিনিময়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতি উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০নং আইন), তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ দ্বারা সকল জাতীয় সংস্থার জন্য তাদের নিজেদের কাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত তথ্য এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ও প্রকাশযোগ্য তথ্য বিনিময় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলো তথ্য বিনিময় করে। উক্ত আইনের ভাষ্যমতে বন অধিদপ্তরের তথ্যের সংজ্ঞায় বন অধিদপ্তরের গঠন, কাঠামো এবং দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনাপত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য কোন তথ্যসহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত। বন অধিপ্তরের তথ্য-উপাত্তের মধ্যে বন ও বন বাগান, রক্ষিত এলাকা, নার্সারী ও বাগান সৃজন, বন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইকোসিস্টেম সার্ভিস, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বৃক্ষসম্পদ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য, বনভূমি সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও বনের অবক্ষয় সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য বিনিময় করা হলে তথ্যের যথার্থতা নিয়ে সংশয় থাকে না এবং তথ্য বিকৃত হওয়ারও অবকাশ থাকে না। তথ্য নির্ভরযোগ্য না হলে বন এবং বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) এ স্বাক্ষরকারী দেশ। দেশগুলো (Parties) গ্রীনহাউস গ্যাস (***Greenhouse Gas***) নির্গমন ও অপসারণ সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়ে সম্মেলনে (Conference of Parties) যোগাযোগ করে। দেশগুলোর নিয়মিতভাবে ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (National Communications) জমা দেওয়ার আবশ্যকীয়তা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দ্বিবার্ষিক আপডেট রিপোর্ট (***Biennial Update Report***) জমা দিতে হয়। এছাড়া বনের অবক্ষয়জনিত নির্গমন হ্রাস এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও কার্বন মজুদ বৃদ্ধিকরণ (REDD+) কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য ফরেস্ট রেফারেন্স ইমিশন লেভেল (FREL) এবং / অথবা ফরেস্ট রেফারেন্স লেভেল (FRL) জমা দেওয়া হয়। এছাড়া আন্তার্জাতিক এবং বাংলাদেশ সরকারের বন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যোগাযোগ ও চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। ইন্টারগর্ভমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) গাইডলাইন অনুযায়ী

নিঃসরণ হ্রাসের স্বচ্ছ, সঠিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরিপূর্ণ এবং তুলনীয় তথ্যাদি প্রয়োজন। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম এবং REDD+ ও আন্তর্জাতিক তহবিল সংস্থাসমূহের সবুজ তহবিলসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে অর্থ প্রাপ্তির জন্য তথ্য তৈরি ও বিনিময়ের প্রয়োজন হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বন, পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয়ে দেশে-বিদেশে সম্ভাব্যতা ও সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে তথ্য বিনিময় সহজ করা দরকার এবং তথ্য বিনিময় করার কার্যকর নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য ঃ

১. বাংলাদেশে সরকারি ও ব্যক্তিগত ভূমিতে তথ্যভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম উৎসাহিত করা।
২. বন ও বনজসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময় পদ্ধতি আধুনিকীকরণ ও সহজলভ্য করা।
৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং এ বন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত তৈরি, সংগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা।
৪. বন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে মানব ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

নীতিসমূহঃ

১. বন ইনভেন্টরি এবং অন্যান্য উপায়ে তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা।
২. বন অধিদপ্তরের জন্য তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন কাঠামো উন্নত করা।
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে তথ্য বিনিময় এবং তথ্য সংরক্ষণ করা।
৪. তথ্য সমন্বয় এবং তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এবং আন্তর্জাতিক তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করা।
৬. বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম প্রমাণিত তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।
৭. তথ্যের নিরাপত্তা, প্রযোজ্যক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং তথ্য সহজলভ্য করা।
৮. তথ্য বিনিময় পদ্ধতি টেকসইকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নীতি বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

উপরোক্ত নীতিসমূহ বাস্তবয়নের জন্য নিম্নরূপ কৌশল অবলম্বন করা হবে ঃ

১. তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও শক্তিশালীকরণ।
২. নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত তথ্য ব্যবহার করে বন নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন তৈরি এবং যাচাই ব্যবস্থা উন্নত করার প্রচেষ্টাকে আরও জোরদারকরণ।

৩. নিয়মিত তথ্য-উপাত্ত তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সঙ্গতিসাধন, দালিলিকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং সহজলভ্যতার জন্য বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণে প্রতিবেদন তৈরির জন্য বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধিকরণ।

৫. তথ্য-উপাত্তের সম্ভাব্য বিভ্রান্তি রোধকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান।

৬. তথ্য-উপাত্ত তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ,সঙ্গতিসাধন, দালিলিকরণ ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

৭. তথ্য বিনিময়ে সহযোগিতার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তঃসংস্থা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকরণ।

৮. নির্দেশিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্তের শ্রেণিবিন্যাস, মূল্য নির্ধারণ এবং বিনিময়ের মাধ্যম নির্ধারণ।